দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 23 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

খুবি'র একাডেমিক মহাপরিকল্পনা ৩ বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি

এ টি এম রফিক

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে প্রায় সাড়ে ৩ বছর পূর্বে। এখনও বাস্তবায়িত হয়নি এ পরিকল্পনার কোন কিছু। অর্থের অভাবে ভেস্তে গেছে বাস্তবায়নের সকল উদ্যোগ। এর ফলে ব্যাহত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ একাডেমিক ও প্রশাসনিক নানা সমস্যার কারণে এই মহাপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চলছে দিনের পর দিন। একাডেমিক মহাপরিকল্পনা আদৌ বাস্তবায়িত হবে কিনা তা নিয়ে নানা প্রশ্ন এবং সন্দেহ-সংশয় দেখা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল মহলে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, দেড়যুগ পূর্বে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সরকার ও নীতি নির্ধারকের উদাসীনতা এবং পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের অভাবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়নি। একাডেমিক ও প্রশাসনিক নানা সমস্যার অক্টোপাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল মহলের নাভিশ্বাস উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সমস্যার প্রেক্ষিতে ২০০২ সালের মার্চ মাসে ৮৯তম নিয়মিত সিন্ডিকেটের সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়নসহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একাডেমিক মহাপরিকল্পনায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, সমাজ বিজ্ঞান, ডেমোগ্রাফি, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান, ব্যাংক, ম্যানেজমেন্ট অনবস্থা, লোক প্রশাসন, আইন, জিআইএস ও রিমোট সেন্সিংসহ বিভিন্ন নতুন ডিসিপ্লিন ও ইনস্টিটিউট খোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে ২৯ কোটি টাকা চেয়ে পিসিপি প্রদান করা হয়। ৬টি বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে ছাত্রী হলের দ্বিতীয় তলা নির্মাণ ও সম্প্রসারণ ছাত্র হলের চতুর্থ তলা নির্মাণ, নতুন প্রশাসনিক ভবনের বহুতল (দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তলা) ভবন নির্মাণ ৪ তলাবিশিষ্ট ও ৯শ' ছাত্র-ছাত্রী ধারণক্ষম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ৫ হাজার ৬শ' বর্গমিটার আয়তনের ৪ তলাবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ এবং ২ তলাবিশিষ্ট অত্যাধুনিক হল কমপ্লেক্স নির্মাণ যেখানে ৮০ জন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক/ভিজিটিং প্রফেসর ও ১৫০ জন বিদেশী ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় অনুষ্ঠান করার সুব্যবস্থা থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক মহাপরিকল্পনা অনুসারে সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. এম আব্দুল কাদির ভূঁইয়া নতুন ডিসিপ্লিন হিসেবে শুধুমাত্র সোসিওলজি/সমাজ বিজ্ঞান ডিসিপ্লিন চালু করলেও বাস্তবায়িত হয়নি অন্যান্য সিদ্ধান্ত। সরকারের উদাসীনতা ও বৈষম্য নীতির কারণে দীর্ঘ ৩ বছরেও বরাদ্দ দেয়া হয়নি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ২৯ কোটি টাকা। এ টাকা বরাদ্দের জন্য প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিলেও মন্ত্রণালয় থেকে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ভবন নির্মাণের জন্য প্রবাসী অধ্যাপক মোযহারুল ইসলাম ১ কোটি টাকা প্রদানের ঘোষণাসহ নগদ ৫০ লাখ টাকা প্রদান করেন। তিনি দীর্ঘ ১ বছরেও এ ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ দাতাদের নিকট লাইব্রেরী ভবনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে সন্দেহ, সংশয় ও নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।